যুগান্তর

তারিখ : 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ডিগ্রি পরীক্ষার খাতা বদলের গোপন কৌশল ফাঁস : মানিকগঞ্জে ৩০ পরীক্ষার্থী বহিষ্কার

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

চলতি ডিগ্রি পরীক্ষায় খাতা বদল ও পুরো খাতা লেখার গোপন কৌশল ফাঁস হয়ে গেছে। অভিনব এ কৌশলের ফাঁদে পা দিয়ে মানিকগঞ্জে বহিষ্কার হয়েছে ৩০ পরীক্ষার্থী। বহিষ্কৃতদের কাছ থেকে জানা গেছে, খাতা বদল করে সব প্রশ্নের উত্তর লেখার চমকপ্রদ সব তথ্য। তবে এ চক্রের যারা নায়ক তারা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে।

জানা গেছে, পরীক্ষার পর উত্তরপত্রের

ফাঁস : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

ফাঁস : কৌশল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভেতরের কাগজ বদল করে পুরো উত্তর লিখে পাস করানোর এ প্রক্রিয়া গত ক'বছর ধরেই চলে আসছিল। আর এজন্য জালিয়াত চক্রকে পরীক্ষার্থীরা প্রতি বিষয়ে দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে দিত। ছাত্রছাত্রীরা এ প্রক্রিয়ায় পাস করার লক্ষ্যে তাদের উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় সাংকেতিক চিহ্ন অথবা রোল নম্বর লিখে রাখত। পরে খাতা বাইন্ডিংয়ের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ওইসব খাতা আলাদা প্যাকেটে বোর্ডে পাঠাত। সেখানেও ওই চক্রের সদস্যরা থাকে প্রস্তুত। তারা খাতাগুলো আলাদা করে উত্তর লেখার ব্যবস্থা করে।

এ ব্যাপারটি গত বছর পরীক্ষক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এবং মানিকগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সংশ্লিষ্ট পরক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় জড়িত চক্রটিকে ধরা যায়নি। এ বছর মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক বাইন্ডিংয়ের সময় খাতা চেক করার নির্দেশ দিলে চক্রটি নতুন পন্থা বের করে। তারা পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ফাঁকা রাখার জন্য বলে দেয়। এবং সাংকেতিক চিহ্নও দিয়ে রাখতে বলে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশে উত্তরপত্র পরীক্ষা করার সময় জেলার ৪টি কেন্দ্রের ৩০টি খাতার পেছনে সাংকেতিক চিহ্ন ও রোল নম্বর লেখা পাওয়া যায়। দেখা গেছে, ওইসব খাতায় পরীক্ষার্থীরা কেউ অর্ধ পৃষ্ঠা, কেউ এক পৃষ্ঠা লিখে জমা দেয়। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার করা হয়।

এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর খলিলুর রহমান যুগান্তরকে টেলিফোনে জানান, এ বছর মূল উত্তরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় নিরাপত্তা স্টিকার রয়েছে। জালিয়াতচক্র খাতা বদল করলেই ধরা পড়বে। এদেরকে ধরার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান।